বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আগস্টের মধ্যে ঋণের সুদের হার কমিয়ে আনছে

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সঙ্গে আজ বিএবির বৈঠক

মিজান চৌধুরী ॥ আগস্টের মধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণের সুদের হার নামিয়ে আনছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর হুঁশিয়ারির পর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসেছে। এখন অনেক ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করার ব্যাপারে চরম অনীহা দেখাচ্ছে। তবে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবি বলেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক সুদের হার কমানোর বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে।

এদিকে সুদের হার কমানোর বিষয় নিয়ে আজ রবিবার ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, তৈরি পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং বিটিএমের সঙ্গে বৈঠকে বসছে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক (বিএবি)। ওই বৈঠকে সুদের হার কমানো, রুগ্ন শিল্পের বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।

এ বৈঠক সম্পর্কে তৈরি পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ জনকণ্ঠকে বলেছেন, বিএবির বৈঠকটি হচ্ছে লোক দেখানো। এটি একটি আইওয়াশ ছাড়া কিছু নয়। সুদের হার কমানোর ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রহসন করছে। আমাদের দাবি ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসতে হবে।

এদিকে আগস্টের মধ্যে সুদের হার না কমালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর পদক্ষেপ নিবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন ব্যাংকের ডেপুটি গবর্নর নজরুল হুদা। তিনি গত ৬ মে থেকে দু' মাসের সময় বেঁধে দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে সুদের হার না কমালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নতুন শাখা খোলার লাইসেন্স দেয়া হবে না এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান। এসব বিষয় মাথায় রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণের সুদের হার নামিয়ে আনার ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে।

এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন বলেছেন, সুদের হার কমিয়ে আনার ব্যাপারে তারা কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মেনেই কাজ করা হচ্ছে। অন্যান্য ব্যাংক সুদের হার কমানোর ব্যাপারে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সুদের হার বেশি বুঝতে পারছি। শিল্প কারখানা টিকিয়ে রাখার জন্য শুধু সুদের হার কমালে চলবে না। বিদ্যুত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমানতের সুদের হারও বেশি দিতে হচ্ছে।

সূত্র মতে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার কমানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এমডিদের স্প্রেড কমানোর জন্য মৌখিকভাবে অনুরোধ জানায় গবর্নর। গত আগস্টে প্রায় ৩০টি ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধতন কর্মকর্তারা পৃথক পৃথক সিরিজ বৈঠক করেছেন। বৈঠকগুলোতে বিভিন্ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে স্প্রেড কমিয়ে আনার ব্যাপারে আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এর কোন প্রতিফলন ঘটেনি। ব্যাংকগুলো ইচ্ছেমতো গ্রাহকদের কাছ থেকে ঋণ সুদ আদায় এবং আমানতের সুদ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের গড় সুদের হার হচ্ছে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং আমানতের সুদের হার হচ্ছে ৬ দশমিক ০৫ শতাংশ। ঋণের সুদের হার ও আমানতের সুদের হারের মাঝখানের ব্যবধান (স্পেড) হচ্ছে গড়ে ৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই স্পেড কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে বলেছে।

সুদের হারের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ইচ্ছেমতো সুদরে হার আদায় করছে গ্রাহকদের কাছ থেকে। অল্প সুদে আমানতের টাকা ধার দেয়ার ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় সুদের হার আরোপ করছে। ফলে অতিমাত্রায় সুদ দিয়ে ঋণ নিয়ে অনেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান করে সফল হতে পারছে না। অনেকের শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি ঋণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক (বিএবি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার জনকণ্ঠকে জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে আনতে পারবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, কিছু ব্যাংক বাকি রয়েছে। তারা সুদের হার কমানোর ব্যাপারে কাজ করছে। অন্যদিকে বেশ কিছু ব্যাংক উদ্যোগ নিয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে সুদের হার কমানোর বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হবে। এ জন্য ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে রবিবার আলোচনা করা হবে। সুদের হার আরও কমিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের কথা শোনা হবে। এছাড়া রুগ্ন শিল্প নিয়েও আলোচনা হবে।

বর্তমানে দেশে ৪৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ ব্যাংক অতিমাত্রায় ঋণের সুদ আদায় করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সুদের হারের ব্যবধান বেশির ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। ওই ব্যাংকের আমানতের সুদের হার ৩ দশমকি ৩৭ শতাংশ এবং ঋণের সুদের হার ১৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। সুদের হারের ব্যবধান ১১ দশমিক ৫১ শতাংশ। সুদের হারের ব্যবধান বেশির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ হারে আমানতকারীদের সুদ প্রদান করলেও ধার দেয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার আরোপ করেছে ২০ দশমিক ২৬ শতাংশ। ফলে সুদের ব্যবধান দাঁড়ায় ১১ দশমিক ২৯ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের সুদের হার সবচেয়ে বেশি। ব্যাংকটি আমানতের গড় সুদের হার ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ হলেও ঋণের সুদের হার ১১ দশমিক ৭৯ শতাংশ। সুদের ব্যবধান হচ্ছে ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ।